ওয়াশ সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ শব্দ ও পরিভাষা
বিস্তারিত তৃতীয় পৃষ্ঠায়

গুজব বিশ্লেষণ
বিস্তারিত চতুর্থ পৃষ্ঠায়

রোহিঙ্গা নারীদের আরও তথ্য প্রয়োজন
বিস্তারিত পঞ্চম পৃষ্ঠায়

যা জানা জরুরি

রোহিঙ্গা সংকটে মানবিক সহায়তার ক্ষেত্রে পাওয়া মতামতের বুলেটিন

ইস্যু ৪৪ × বৃহস্পতিবার, ১৭ সেপ্টেম্বর ২০২০

রোহিঙ্গা ক্যাম্পে পুরুষদের তুলনায় নারীরা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা নিয়ে বেশি উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন এবং এই উদ্বেগগুলো মূলত সাবান নিয়ে

গত কয়েকমাস ধরে রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর মানুষেরা তাদের হাইজিন কিট সংক্রান্ত সমস্যার কথা বারবার তুলে ধরেছেন। তবে আগের মাসগুলোর তুলনায় পরবর্তী মাসগুলোতে কোভিড-১৯ এর কারণে তাদের এই সমস্যা আরও বেড়েছে। মতামত থেকে পাওয়া তথ্য বিশ্লেষণ করে দেখা যায়, ডিসেম্বর ২০১৯ থেকে মার্চ ২০২০ পর্যন্ত চার মাসে কমিউনিটির কাছ থেকে সংগৃহীত মতামতের মাত্র ১ শতাংশ ছিল হাইজিন কিট সম্পর্কিত। কিন্তু পরের চার মাস অর্থাৎ এপ্রিল থেকে জুলাই ২০২০ এ তা বেড়ে দাঁড়ায় ৭ শতাংশে।

কোভিড-১৯ এর আগে ঠিকঠাক মতো কিট না পেলে বা পেতে সমস্যা হলেই শুধু রোহিঙ্গা কমিউনিটির মানুষজন তাদের হাইজিন কিট সম্পর্কিত সমস্যাগুলো তুলে ধরতেন*। কিছু কিছু ক্ষেত্রে, তারা অনেকদিন ধরে সাবান না পাওয়া বা তাদের পরিবারের জন্য যথেষ্ট পরিমাণে সাবান না পাওয়ার কথা উল্লেখ করেছেন। তবে ২০২০ সালের ফেব্রুয়ারি থেকে হাইজিন কিট সম্পর্কিত কমিউনিটি মতামতের বেশিরভাগই সাবানের প্রয়োজনীয়তা নিয়ে। সেই সাথে তারা যোগ করেছেন যে, নির্দিষ্ট একটা সময় ধরে তাদের অনেকে কোনো সাবানই পাননি। সাধারণত, রোহিঙ্গা ক্যাম্পগুলোতে নারীদের তুলনায় পুরুষরাই খাদ্য, ত্রাণ, শেল্টার সামগ্রীর মতো বিভিন্ন ইস্যুতে নিজেদের উদ্বেগ বেশি প্রকাশ করে থাকেন। কিন্তু, কমিউনিটির মতামত থেকে পাওয়া তথ্যগুলোর লজিস্টিক রিগ্রেশন থেকে যে ধারণা পাওয়া যায় তাতে দেখা যায়, পুরুষদের তুলনায় হাইজিন কিট সম্পর্কিত উদ্বেগ প্রকাশের সম্ভাবনা নারীদের ক্ষেত্রে ১.৪ গুণ বেশি।

বিভিন্ন মাসে হাইজিন কিট সম্পর্কিত উদ্বেগ (সামগ্রিকভাবে)

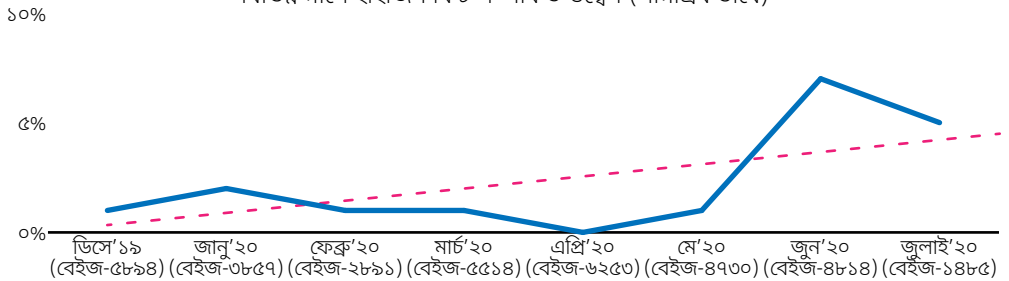

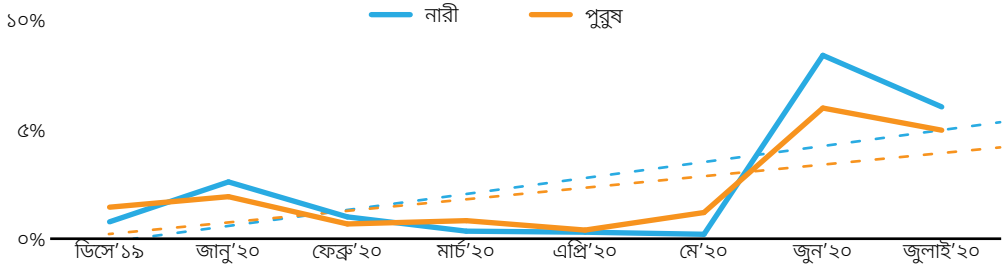

বিভিন্ন মাসে নারী ও পুরুষদের কাছ থেকে উত্থাপিত হাইজিন কিট সম্পর্কিত উদ্বেগের অনুপাত

সূত্র: ডিসেম্বর ২০১৯ থেকে জুলাই ২০২০ পর্যন্ত বিভিন্ন ক্যাম্পে (১ই, ১ডব্লিউ, ২ই, ২ডব্লিউ, ৩, ৪, ৪ এক্সটেনশন, ৫, ৬, ৭, ৮ই, ৮ডব্লিউ, ১০, ১১, ১২, ১৩, ১৪, ১৫, ১৬, ১৭, ১৮, ১৯, ২০, ২৫, ২৬, ২৭, কুতুপালং আরসি এবং নয়াপাড়া আরসি কেয়ার বাংলাদেশ, ডেনিশ রিফিউজি কাউন্সিল, সেভ দ্য চিলড্রেন ইন্টারন্যাশনাল, সলিডারিটি ইন্টারন্যাশনাল এবং ইউএনএইচসিআর কমিউনিটির কাছ থেকে এই মতামত সংগ্রহ করেছে। এই সময়ে সর্বমোট ৩৫,৪৩৮ জন তাদের মতামত প্রদান করেছেন, যার মধ্যে ৫৮ শতাংশ পুরুষ এবং ৪২ শতাংশ নারী। এই মতামতের মধ্যে ২ শতাংশ মানুষ বা ৬৫০ জন হাইজিন কিট নিয়ে তাদের উদ্বেগের কথা বলেছেন। পরবর্তী সময়ে বিবিসি মিডিয়া অ্যাকশন রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর এই হাইজিন কিট সংক্রান্ত সমস্যা বা মতামত আরো ভালোভাবে বোঝার জন্য মোট ১২ জনের টেলিফোন সাক্ষাৎকার গ্রহণ করে। যাদের মধ্যে ৫ জন রোহিঙ্গা নারী, ৫ জন রোহিঙ্গা পুরুষ এবং ২ জন ওয়াশ সংক্রান্ত সেবাপ্রদানকারী। সাক্ষাৎকারগুলো ২৯ আগস্ট থেকে ১ সেপ্টেম্বর ২০২০ এর মধ্যে নেওয়া হয়।

* *আইএসসিজি এর সহযোগিতায়, ওয়াশ সেক্টর এবং ডিপিএইচই হাইজিন কিট বিতরণের একটি ন্যূনতম আবশ্যিক শর্ত নির্ধারণ করেছে। সেই অনুসারে এই কিটটিতে গোসলের সাবান (জনপ্রতি মাসে ২টি), লন্ড্রি সাবান (জন প্রতি মাসে ১টি), জেরিক্যান (প্রতি দুই জনের জন্য বছরে এক বার), বালতি (বছরে এক বার), অ্যালুমিনিয়ামের কলসি (বছরে এক বার) এবং জগ (বছরে এক বার) দেয়া হয়ে থাকে।* https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/files/200226_wash_sector_hygiene_kit_minimum_requirements_final_endorsed.pdf

হাইজিন কিটে থাকা বিভিন্ন সামগ্রীর পরিমাণ নিয়ে রোহিঙ্গা জনসাধারণ উদ্বিগ্ন

রোহিঙ্গা জনসাধারণের সাথে আমাদের যে আলোচনাগুলো হয়েছে, সেখানে হাইজিন কিট, বিশেষত কাপড় ধোয়া ও গোসলের সাবান নিয়ে তাদের সমস্যার কথা বারবার উঠে এসেছে। মূলত কোভিড-১৯ পরিস্থিতিতে বিতরণের ধরন ও সময়ের পরিবর্তন এবং সেই সাথে জীবিকার সুযোগ কমে যাওয়াতে এই সমস্যাটি হচ্ছে। তারা জানিয়েছেন, এখন একটি পরিবার গড়ে প্রতি তিন মাস পর পর এনজিওগুলোর কাছ থেকে একটি বালতিতে মোট ৪৫টি কাপড় ধোয়া ও গোসলের সাবান পান অর্থাৎ প্রতি মাসের জন্য তারা পান ১৫টি সাবান। যদিও বেশিরভাগ মানুষই বলেছেন, কোভিড-১৯ এর আগে যেমন পেতেন এখনো তারা সেই পরিমাণ সাবানই পাচ্ছেন, যা তাদের জন্য যথেষ্ট নয়। তারা জানান, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখতে তারা এখন গোসল ও হাত ধোয়ার জন্য আগের চেয়ে ঘন ঘন সাবান ব্যবহার করে থাকেন। তাই তারা মনে করছেন সাবানের পরিমাণে, বিশেষ করে গোসলের সাবানের পরিমাণে ঘাটতি রয়েছে।

> “আমি ৩ মাস পর সাবান পেয়েছি। ৩৫টি গোসলের সাবান এবং কাপড় কাচার ১০টি সাবান। এগুলো আমার পরিবারের জন্য যথেষ্ট নয়।”
>
> – রোহিঙ্গা নারী, ২২, ক্যাম্প ১৪,
> বিবিসি মিডিয়া অ্যাকশন এর নেয়া ফোন সাক্ষাৎকার

বেশিরভাগ রোহিঙ্গা পুরুষই মনে করেন, হাইজিন কিটে যে সামগ্রীগুলো থাকে এবং যে পরিমাণে থাকে তা অনেক পরিবারের জন্য যথেষ্ট হলেও কোনো কোনো পরিবারের জন্য তা যথেষ্ট নয়। তাই তারা পরামর্শ দেন যে যদি প্রতিটি পরিবারের সদস্য সংখ্যা অনুযায়ী বিভিন্ন সামগ্রীর পরিমাণ নির্ধারণ ও বিতরণ করা হয় তাহলে সেটা আরও ভালো হবে। এছাড়া প্র্যাকটিশনার বা এ বিষয়টি নিয়ে কাজ করা ব্যক্তিদের সাক্ষাৎকার থেকে জানা যায়, কিছু কিছু সংস্থা তাদের নিজস্ব নীতিমালা অনুযায়ী হাইজিন কিটে বাড়তি সামগ্রী সরবরাহ করে থাকে। আবার কিছু মানুষ জানিয়েছেন, তারা কখনো কখনো বাড়তি সামগ্রী হিসেবে শিশুদের পোশাক, নারীদের পোশাক, যেমন: বোরকা এবং জুতা পেয়েছিলেন।

সময়মতো হাইজিন আইটেম বিতরণ

রোহিঙ্গা ক্যাম্পের মানুষেরা তাদের প্রত্যাশিত ও নির্ধারিত সময়ের মধ্যে হাইজিন আইটেম না পাওয়ার বিষয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। তারা মনে করেন, বিতরণের পূর্বনির্ধারিত সময়সূচীতে কিছুটা দেরি হয়ে যায়। প্রতি দুই বা তিন মাসে একবার কিট বিতরণের পরিবর্তে মানুষজন (বিশেষত নারীরা) প্রতি মাসে একবার হাইজিন কিট পেতে আগ্রহী। কয়েকজন নারী এমনটাও বলেছেন যে, ঘাটতি সামাল দিতে তারা প্রায়ই সাবান কম করে ব্যবহার করেন।

> “কোভিড-১৯ পরিস্থিতিতে, করোনা ভাইরাস থেকে বাঁচতে এবং স্বাস্থ্যবিধি ও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখতে, আমরা এখন আগের চেয়ে বেশি সাবান ব্যবহার করছি। কিন্তু, আমরা সময়মতো সাবান পাচ্ছি না। তাই আমাদের আরো বেশি গোসলের সাবান প্রয়োজন।”
>
> – রোহিঙ্গা পুরুষ, ৩০, ক্যাম্প ১৬,
> বিবিসি মিডিয়া অ্যাকশন এর নেয়া ফোন সাক্ষাৎকার

আগে কেন্দ্রীয় ভাবে একটি জায়গা থেকে হাইজিন আইটেম বিতরণ করা হত। সেখানে মানুষজন লাইন ধরে দাঁড়িয়ে আইটেমগুলো সংগ্রহ করতো। এখন সেটি ঘরে ঘরে পৌঁছে দেয়া হচ্ছে।

রোহিঙ্গা ক্যাম্পের মানুষেরা জানান, যেহেতু লকডাউনের কারণে এনজিও কর্মীরা ক্যাম্পে আসছেন না, তাই বর্তমানে হাইজিন কিটের বিষয়ে তাদের উদ্বেগের কথা তারা সরাসরি ত্রাণ সংস্থাগুলোর কাছে তুলে ধরতে পারছেন না। রোহিঙ্গা পুরুষরা বলেছেন, তারা সাধারণত মাঝিদের কাছেই অভিযোগ জানান বা মাঝিকে সাথে করে সাইট ম্যানেজমেন্ট অফিস, সিআইসি বা এনজিও অফিসে যান। তবে বেশিরভাগ রোহিঙ্গা নারীই বলেছেন (কোভিড-১৯ এর আগে বা পরের উভয় সময়েই) তারা জানেন না যে কার কাছে তারা তাদের উদ্বেগগুলোর কথা জানাবেন। এই নারীরা পরামর্শ দিয়েছেন, কোথায় এবং কীভাবে অভিযোগ করতে হয় সেটি জানতে পারলে তাদের জন্য ভালো হতো। অন্যদিকে একজন প্র্যাকটিশনার বলেছেন, হাইজিন কিট বিষয়ে কমিউনিটির মানষেরা তাদের উদ্বেগের কথা খুব একটা জানান না।

কোভিড-১৯ চলাকালীন হাইজিন আইটেম বা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন সামগ্রী ক্রয়ের সামর্থ্য নিয়েও উদ্বেগ প্রকাশ পেয়েছে

সাক্ষাৎকারে অংশ নেওয়া রোহিঙ্গা মানুষেরা জানিয়েছেন, কোভিড-১৯ মহামারীর আগে তারা তাদের প্রতিদিনের মজুরি থেকে পাওয়া টাকায় বা ত্রাণের খাদ্যের কিছুটা বিক্রি করে পাওয়া অর্থ সাবান, ব্লেড (নেইল কাটারের বিকল্প), টুথব্রাশ, টুথপেস্ট এবং কয়লা (টুথপেস্টের বিকল্প) কিনতে ব্যবহার করতেন। কিন্তু তাদের মতে কোভিড-১৯ এর সময়ে বেশিরভাগ পুরুষ তাদের চাকরি হারিয়েছেন এবং এ কারণে প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র কিনতে পারছেন না। তাই এই পরিস্থিতিতে তারা প্রতিবেশী বা আত্মীয়-স্বজনদের কাছ থেকে টাকা ধার করে অথবা ত্রাণ সামগ্রী (যেমন: চাল, মসুর ডাল, তেল) বিক্রি বা বিনিময় করে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার জন্য প্রয়োজনীয় সামগ্রীর চাহিদা মেটাচ্ছেন।

> “কোভিড-১৯ এর আগে আমার স্বামী শ্রমিক হিসেবে কাজ করতো এবং প্রতিদিন তার ৪০০-৫০০ টাকা আয় ছিল। সেই টাকায় আমরা হাইজিন আইটেমগুলো কিনতে পারতাম। কিন্তু বর্তমানে, কোভিড-১৯ এর কারণে তার কোনো কাজ নেই। তাই পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখতে আমাদের এখন ধার করতে হচ্ছে।”
>
> – রোহিঙ্গা নারী, ৪০, ক্যাম্প ১৬,
> বিবিসি মিডিয়া অ্যাকশন এর নেয়া ফোন সাক্ষাৎকার

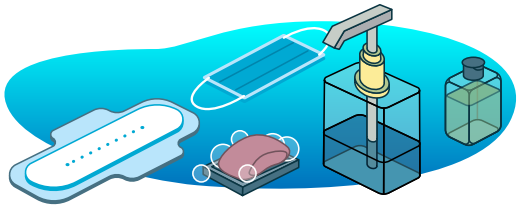

ওয়াশ সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ শব্দ ও পরিভাষা

ট্রান্সলেটর্স উইদাউট বর্ডার্স (টিডব্লিউবি) ২০১৭ সালে রোহিঙ্গা শরণার্থীদের আগমনের শুরু থেকেই রোহিঙ্গা সংকট মোকাবেলায় ভাষাগত বাধা দূর করতে কাজ করে চলেছে। এই উদ্দেশ্যে টিডব্লিউবি একটি শব্দকোষ (গ্লসারি) তৈরি করেছে, যা মাঠ কর্মী এবং দোভাষীদের কক্সবাজার এলাকার রোহিঙ্গা শরণার্থীদের সাথে কার্যকরভাবে যোগাযোগ করতে সহায়তা করবে। এই শব্দকোষে রোহিঙ্গা, ইংরেজি, বাংলা, চাটগাঁইয়া এবং বর্মী - এই পাঁচটি ভাষায় লিখিত ও অডিও অনুবাদ রয়েছে। এতে পানি, পয়ঃনিষ্কাশন ও পরিচ্ছন্নতা (ওয়াশ) সেক্টরের প্রায় ২৫০টি গুরুত্বপূর্ণ শব্দ রয়েছে। এই শব্দকোষ কম্পিউটার, ট্যাবলেট, অ্যান্ড্রয়েড বা iOS ডিভাইসে অনলাইন বা অফলাইনে ব্যবহার করা যায় এবং ক্যাম্পের এমন এলাকাতেও কাজ করে যেখানে ভালো ইন্টারনেট অ্যাক্সেস নেই। এটা নীচের যেকোনো একটা লিংক ব্যবহার করে অ্যাক্সেস করা যাবে -

অডিওর সাথে: https://glossaries.translatorswb.org/bangladesh/

অডিও ছাড়া: https://glossaries.translatorswb.org/bangladesh_text/

নীচের টেবিলে ওয়াশ সংক্রান্ত কিছু গুরুত্বপূর্ণ শব্দ ও পরিভাষা রয়েছে

ইংরেজি শব্দ	সংজ্ঞা	বাংলা	রোহিঙ্গা	চাটগাঁইয়া	মায়ানমার
hygienic	এমন অভ্যাস যা সুস্থ থাকতে ও রোগ প্রতিরোধ করতে সহায়তা করে, বিশেষত পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকার মাধ্যমে।	স্বাস্থ্যকর	saaf-soyot সাফ-সয়ত	saaf সাফ	တစ်ကိုယ်ရည်ကျွန်းမာရေးနှင့် လျော်ညီသော
Hand washing facility	যেখানে হাত ধোয়ার জন্য যথেষ্ট পরিমাণে পরিষ্কার বহমান পানি, সাবান এবং একবার ব্যবহারযোগ্য ন্যাপকিন (বা হাত শুকানোর জন্য হট এয়ার ড্রাইং মেশিন) থাকে।	হাত ধোয়ার জায়গা	haat duwar zaga হাত দুওয়ার জাগা	haat duiber zaga হাত দুইবের জাগা	လက်ဆေးရန်အထောက်အပံ့ပစ္စည်း
gloves	হাতের আবরণ যাতে পাঁচটা আঙুলের জন্য পৃথক ভাগ থাকে এবং যা সাধারণত কবজি বা তার ওপর পর্যন্ত ঢেকে রাখে। স্বাস্থ্য কর্মীরা রোগী ও নিজেদের ময়লা ও রোগ থেকে রক্ষা করার জন্য ল্যাটেক্স বা রাবারের গ্লাভস পরেন।	হাত-মোজা	haat moza হাত মোজা	haat moza হাত মজা	လက်အိတ်များ
soap	একটি উপকরণ যা ধোয়া ও পরিষ্কার করার জন্য পানির সাথে ব্যবহার করা হয়।	সাবান	sabun সাবুন	shabun শাবুন	ဆပ်ပြာ
water container (amphora)	পানি রাখার পাত্র। একে জগও বলা হয়।	কলস / কলসি / ঘড়া / পানি রাখার পাত্র	ghoraa ঘরা	thilla টিল্লা	ရေထည့်စရာ (ရေအိုး)
bucket	তরল রাখা ও বহন করার জন্য ব্যবহৃত হাতলযুক্ত ধাতু বা প্লাস্টিকে তৈরি নলাকার খোলা পাত্র।	বালতি	balthi বাল্টি	balti বাল্তি	ရေပုံး
distribution	অনেক মানুষকে জিনিসপত্র বিলি করার প্রক্রিয়া বা অনেক মানুষের কাছে কিছু পৌঁছে দেয়া বা সরবরাহ করার প্রক্রিয়া।	বিতরণ	borat gori don বরাত গরি দন	bilai don বিলাই দন	ဖြန့်ဖြူးခြင်း
mask	রোগের বিস্তার রোধের জন্য নাক ও মুখ ঢেকে রাখতে যে আবরণ ব্যবহার করা হয়।	মুখোশ	muk zafoni / maas মুক জাফনি / মা'স	mukosh মুকশ	မျက်နှာဖုံး

গুজব বিশ্লেষণ

বিবিসি মিডিয়া অ্যাকশন আরো কয়েকটি সংস্থার সহযোগীতায় বাংলাদেশে করোনাভাইরাস প্রাদুর্ভাবের শুরু থেকেই রোহিঙ্গা ক্যাম্পগুলোতে ছড়িয়ে পড়া বিভিন্ন গুজব সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ করে আসছে। প্রাথমিকভাবে, বেশিরভাগ গুজবই ছিল মূলত কোভিড-১৯ সম্পর্কিত। বিশেষত, করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হলে মানুষকে হত্যা, গুলি, বিষপ্রয়োগ বা ক্যাম্প থেকে সরিয়ে নেওয়া বিষয়ক উদ্বেগ এই সব গুজবের অন্তর্ভুক্ত ছিল। এছাড়াও, ধর্মীয় বিশ্বাস, নির্দিষ্ট কিছু গাছ-গাছড়া বা খাবার গ্রহণ, নির্দিষ্ট কিছু আচার অনুষ্ঠান কীভাবে ভাইরাস থেকে তাদেরকে সুরক্ষিত রাখতে পারে ইত্যাদি নানান গুজব নিয়ে নানা সময়ে রোহিঙ্গা ক্যাম্পের মানুষরা আলোচনা করেছেন। তবে সাম্প্রতিক সময়ে আগের বিষয়গুলো থেকে সরে গিয়ে গুজবগুলো মূলত ত্রাণ পাওয়া, প্রত্যাবাসন, ভাসানচরে স্থানান্তর এবং মিয়ানমারের আসন্ন নির্বাচন বিষয়ে মোড় নিয়েছে।

শীঘ্রই তাদেরকে মিয়ানমারে ফিরিয়ে নেওয়া হবে এমন একটি গুজব নিয়ে ক্যাম্পে বসবাসকারী বহু মানুষ আলোচনা করেছেন। ঈদুল আজহার পরে বা মিয়ানমার আসন্ন নির্বাচনের আগের যেকোনো তারিখকে এর জন্য সম্ভাব্য সময় হিসেবে ধরা হয়েছিল। মানুষজন এমনটাও আলোচনা করেছেন যে, তাদের মিয়ানমারের নির্বাচনে অংশ নিতে দেওয়া হবে এবং মিয়ানমারের প্রতিনিধিরা রোহিঙ্গা জনগণকে অন্তর্ভুক্ত করে ভোটার তালিকা হালনাগাদ করতে ক্যাম্পগুলোতে এসে ঘুরে গেছেন। এছাড়া আরেকটি গুজব হলো ক্যাম্প ২ ই এবং ২ ডব্লিউ'তে বসবাসকারী রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠী, যারা ২০১৬ সালের আগে এসেছিলেন, তাদের ভাসানচরে স্থানান্তর করা হবে।

বিবিসি মিডিয়া অ্যাকশন রোহিঙ্গা ক্যাম্পে কাজ করা এজেন্সিগুলো কর্তৃক সংগৃহীত গুজবগুলোকে বিশ্লেষণ করে থাকে। ডব্লিউএইচও রোহিঙ্গা ক্যাম্পগুলোতে বর্তমান করোনাভাইরাস পরিস্থিতি নিয়ে ছড়িয়ে পড়া এমন একাধিক গুজবের জবাব দিয়েছে।

গুজব: রোহিঙ্গা জনগণ খবরে পাওয়া তথ্য থেকে জেনেছিল, বাংলাদেশ সরকার ডব্লিউএইচও, চীন এবং আমেরিকার কাছ থেকে কোভিড-১৯ এর চিকিৎসা পদ্ধতি পেয়েছে। তাই তারা মনে করেছিল, ভাইরাস সম্পর্কে তাদের চিন্তার আর কোনো কারণ নেই।

প্রতিক্রিয়া: বিভিন্ন দেশে কোভিড-১৯ ভ্যাকসিন তৈরির ২০টিরও বেশি ক্লিনিকাল ট্রায়াল প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে। তবে এখনো কোভিড-১৯ এর স্বীকৃত বা লাইসেন্সকৃত কোনো ভ্যাকসিন বাজারে আসেনি। সরকার, জাতিসংঘের সংস্থা সমূহ এবং মানবিক অংশীদারগণ করোনাভাইরাসে আক্রান্ত মানুষদের সেবাদানের জন্য বিভিন্ন সেবাদানকেন্দ্র স্থাপন করেছে। কোভিড-১৯ এর উপসর্গ রয়েছে এমন বহু মানুষ, এইসব সেবাদানকেন্দ্র থেকে চিকিৎসা নিয়ে তাদের স্বাভাবিক জীবনে ফিরে যেতে সক্ষম হয়েছেন। অন্যদিকে ডব্লিউএইচও এবং অন্যান্য অংশীদাররা এখনো ভ্যাকসিন তৈরির চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। করোনা মহামারী এখনো সারা বিশ্বের বহু দেশে নেতিবাচক প্রভাব ফেলে চলেছে।

গুজব: প্রচুর বৃষ্টিপাত হলে, ক্যাম্পে করোনা ভাইরাসের আর কোনো চিহ্নই থাকবে না এবং বৃষ্টি করোনা ভাইরাস ধুয়ে নিয়ে যাবে। তাই করোনাভাইরাস নিয়ে চিন্তার কিছু নেই।

প্রতিক্রিয়া: করোনাভাইরাস মূলত সামনাসামনি বা খুব কাছাকাছি থেকে একের সাথে অন্যের যোগাযোগ এবং শ্বাস-প্রশ্বাসের সময় ছড়িয়ে পড়া ক্ষুদ্র কণার মাধ্যমে এক ব্যক্তি থেকে অন্যজনের শরীরে সংক্রমিত হয়। কমপক্ষে ২০ সেকেন্ড ধরে সাবান-পানি দিয়ে নিয়মিত হাত ধোয়া বা হ্যান্ড স্যানিটাইজার ব্যবহার, মাস্ক এবং সামাজিক দূরত্ব মেনে চলার মতো প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাগুলো গ্রহণ করা গেলে এই ভাইরাসে সংক্রমণের ঝুঁকি অনেক কমিয়ে আনা সম্ভব। এছাড়াও, টেস্টিং এর মাধ্যমে আক্রান্ত ব্যক্তিকে সনাক্ত করা এবং তার জন্য আইসোলেশনের ব্যবস্থা করা করোনাভাইরাস সংক্রমণ হ্রাস করার কার্যকর একটি উপায়। তাই আবহাওয়া যেমনই হোক না কেনো, প্রয়োজনীয় সব ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা জরুরি।

গুজব: ক্যাম্পগুলোতে প্রচুর মানুষের মৌসুমী জ্বর এবং কাশি হয়; তাই এই অসুস্থতা নিয়ে এতো উদ্বিগ্ন হওয়ার কিছু নেই।

প্রতিক্রিয়া: জ্বর এবং কাশি রয়েছে এমন ব্যক্তি নিকটস্থ স্বাস্থ্যকেন্দ্রে যেতে পারবেন এবং সেখানে তার স্বাস্থ্যের অবস্থা পরীক্ষা করাতে পারবেন। সেখানে তিনি করোনাভাইরাস টেস্টের জন্য পরামর্শ এবং সেই অনুসারে সহায়তা পাবেন। এই সেবাগুলো সম্পূর্ণ বিনামূল্যে দেওয়া হয়। কোভিড-১৯ এ সংক্রমিত হলে কী করা যেতে পারে, সেই সিদ্ধান্ত সম্পর্কে আলোচনা করার সুযোগও রোগী পাবেন। এমনকি স্বাস্থ্যকর্মীদের পরীক্ষায় যদি কোভিড-১৯ ধরা নাও পড়ে, তারপরও রোগীর সহায়তার জন্য অন্যান্য প্রয়োজনীয় সেবার ব্যবস্থা করা হবে।

গুজব: কিছু মানুষ বিশ্বাস করেন যে, ক্যাম্পে করোনাভাইরাস পজিটিভ এমন কোনো কেস নেই। মূলত বাংলাদেশ সরকার এবং এনজিওগুলো, দাতাদের কাছ থেকে তহবিল সংগ্রহের জন্য ভাইরাসের অস্তিত্ব সম্পর্কে এই গুজব ছড়াচ্ছে।

প্রতিক্রিয়া: করোনাভাইরাস এখনো বাংলাদেশ সহ বিশ্বের বহু দেশে, এমনকি স্থানীয় কমিউনিটি ও রোহিঙ্গা ক্যাম্পগুলোতেও বিস্তার লাভ করছে। ২০২০ সালের ৩১ আগস্ট পর্যন্ত, কক্সবাজারে বসবাসরত ১০২ জন রোহিঙ্গা মানুষের নাম কোভিড-১৯ টেস্টে পজিটিভ এসেছে। এই মানুষদের বেশিরভাগই সেরে উঠেছেন এবং পুনরায় স্বাভাবিক জীবন শুরু করেছেন। বাংলাদেশ সরকার এবং মানবিক সংস্থাগুলো রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর মানুষ যাতে ক্যাম্পগুলোতেই তাদের প্রয়োজনীয় এবং জীবন রক্ষাকারী সেবা পেতে পারেন, সেজন্য সব ধরনের সুবিধার ব্যবস্থা করেছে।

রোহিঙ্গা নারীদের আরও তথ্য প্রয়োজন

এই পুরো সহায়তা কর্মকাণ্ডে দেখা গেছে যে রোহিঙ্গা নারীরা কোভিড-১৯ এর ব্যাপারে তুলনামূলকভাবে কম তথ্য পাচ্ছেন

দেখা গেছে যে, সাধারণত নারীদের কোভিড-১৯ সম্পর্কে তথ্য পাওয়ার সুযোগ পুরুষদের তুলনায় কম। ত্রাণ সংস্থাগুলি সকলের কাছে সমানভাবে তথ্য পৌঁছে দেয়ার প্রচেষ্টা করা সত্ত্বেও এই সমস্যা থেকে গেছে। ১ই, ১ডব্লিউ এবং কুতুপালং নিবন্ধিত ক্যাম্পে বসবাসকারী কিছু রোহিঙ্গা নারীর সাথে মে মাসের শুরু থেকে নিয়মিত সাক্ষাৎকারে জানা গেছে যে, রোহিঙ্গা পুরুষরাই সিদ্ধান্ত নেন যে এই গুরুত্বপূর্ণ তথ্যের কোনটা নারীদের জানানো হবে আর কোনটা জানানো হবে না, আর সেই কারণে নারীরা অনেক তথ্যই জানতে পারছেন না।

> “আমার প্রতিবেশীদের সকলেই বলছে আরও অনেক তথ্য পেয়েছে, কিন্তু এই ব্লকের অন্যান্য নারীদের মত আমিও সবসময় ঘরেই থাকি তাই কী তথ্য তা জানি না।”
>
> – রোহিঙ্গা নারী, ২৪-২৬ বছর, ক্যাম্প ১ই, ৩ মে ২০২০

> “এখন প্রতিদিন প্রাণ বাঁচানোই কঠিন হয়ে উঠেছে। কী যে হবে জানি না।”
>
> – রোহিঙ্গা নারী, ২০-২৩ বছর, ক্যাম্প ১ডব্লিউ, ২১ জুন ২০২০

> “আমরা যেহেতু বাইরে যাচ্ছি না আর কাউকে ঘরেও আসতে দিচ্ছি না তাই কেসের সংখ্যা বাড়ছে না কমছে তা জানতে পারছি না। ভালো স্পীডের ইন্টারনেট থাকলে নেটে কিছু খবর দেখতে পারতাম।”
>
> – রোহিঙ্গা নারী, ২০-২৩ বছর, ক্যাম্প ১ই, ২১ জুন ২০২০

রোহিঙ্গা নারীরা কোভিড-১৯ এর ব্যাপারে তথ্য জানার জন্য পরিবারের পুরুষ সদস্যদের ওপর নির্ভর করেন

কোভিড-১৯ এর প্রাদুর্ভাব দেখা দেয়ার আগেও সাংস্কৃতিক ধ্যানধারণা এবং নিরাপত্তা নিয়ে উদ্বেগের কারণে ক্যাম্পের মধ্যে রোহিঙ্গা নারী ও মেয়েদের চলাফেরার ওপর অনেক বাধানিষেধ ছিল। এই মহামারীর কারণে ক্যাম্পে নারীদের চলাফেরা আরও সীমিত হয়ে পড়েছে, আর সেই কারণে তাদের ভাইরাসের ব্যাপারে তথ্য জানার সুযোগও কমে গেছে। অন্যদিকে পুরুষরা এখনো কাজকর্ম এবং প্রয়োজনীয় কেনাকাটা করতে বাড়ির বাইরে যাচ্ছেন। যার ফলে নারীরা কেনাকাটার মতো বাইরের কাজ আর তথ্যের জন্য পরিবারের পুরুষ সদস্যদের ওপর আরও বেশি নির্ভরশীল হয়ে পড়েছেন।

> “নারীরা কম তথ্য পাচ্ছেন কারণ তাদের সকলের কাছে [স্মার্ট] ফোন নেই আর তারা এখন মসজিদ, বাজার, এমনকি দোকানেও যাচ্ছেন না।”
>
> – রোহিঙ্গা নারী, ২৪-২৬ বছর, কুতুপালং আরসি, ২৮ এপ্রিল ২০২০

> “আমাদের ক্যাম্পের দুই জন এই ভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছে। তাদের আইসোলেশন সেন্টারে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। তাদের পরিবারের লোকদের ঘরের ভিতরে থাকতে বলা হয়েছে। আমি আমার স্বামীর কাছ থেকে শুনেছি। উনি মসজিদে শুনেছেন।”
>
> – রোহিঙ্গা নারী, ২৪-২৬ বছর, ক্যাম্প ১ই, ১৭ মে ২০২০

> “আমি সাধারণত আমার স্বামী, দেওর আর শ্বশুরকে বার বার জিজ্ঞাসা করি। কিন্তু তারা সবসময় আমার প্রশ্নের জবাব দেয় না। আমাদের গুজব যাচাই করার জন্য অন্য ভালো কোনও ব্যবস্থা প্রয়োজন।”
>
> – রোহিঙ্গা নারী, ২৪-২৬, ক্যাম্প ১ই, ৩ মে ২০২০

> “সকলেই করোনাভাইরাস আর তার কী প্রভাব পড়বে তা নিয়ে চিন্তায় আছে। নারীদের চিন্তা বেশি কারণ তাদের তথ্য জানার সুযোগ কম।”
>
> – রোহিঙ্গা নারী, ২৪-২৬ বছর, কুতুপালং আরসি, ২৮ এপ্রিল ২০২০

নারীদের জন্য লাউডস্পিকার তথ্যের এক বিশ্বস্ত ও গুরুত্বপূর্ণ উৎস

> “এখন আমরা জানি যে, হাত ধুলে আর অন্য মানুষদের থেকে দূরে থাকলে আমরা নিজেদের রোগের হাত থেকে রক্ষা করতে পারি। আমরা মাইকের (লাউডস্পিকার) ঘোষণায় এই ব্যাপারে শুনেছি। এছাড়া আমি ফেসবুকে কিছু পোস্টারও দেখেছি।”
>
> – রোহিঙ্গা নারী, ২৪-২৬ বছর, কুতুপালং আরসি, ১১ মে ২০২০

> “আমি শুনেছিলাম যে ক্যাম্পে সাইক্লোন আসতে পারে বা তার প্রভাব পড়তে পারে, যেমন বৃষ্টি বা ঝোড়ো হাওয়া। আমার ভাই সিপিপি স্বেচ্ছাসেবী হিসেবে কাজ করে। সে বলেছে যে ওদের প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে আর ক্যাম্পে সকলকে জানানোর জন্য জরুরি বার্তা দেয়া হয়েছে। আমি জানি যে এটা মাইকেও ঘোষণা করা হয়েছিল, কিন্তু আমি এটা আমার ভাই, যে একজন সিপিপি স্বেচ্ছাসেবী, তার কাছ থেকে জেনেছি।”
>
> – রোহিঙ্গা নারী, ২০-২৩ বছর, ক্যাম্প ১ডব্লিউ, ১৭ মে ২০২০

যেখানে পরিবারের পুরুষ সদস্যরা বাড়ির বাইরে গিয়ে স্থানীয় বাজার বা মসজিদ থেকে তথ্য জানতে পারেন, সেখানে রোহিঙ্গা নারীরা তথ্যের জন্য ক্যাম্পে গাড়ি থেকে লাউডস্পিকারে করা ঘোষণার ওপর নির্ভর করেন। এই অডিও বার্তাগুলোই নারীদের তথ্য জানার সবচেয়ে সুবিধাজনক পদ্ধতি, কারণ তাদের বাড়ির বাইরে যাওয়ার সুযোগ কম। যেহেতু ক্যাম্পের জনসংখ্যার অর্ধেকের বেশি নারী এবং তারা পরিবারের সকলের দেখাশুনার ক্ষেত্রে প্রধান ভূমিকা পালন করেন, তাই নারীদের তথ্য জানানোর জন্য সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা অথবা মাইকে ঘোষণার মতো সকলের কাছে সমানভাবে পৌঁছায় এমন পদ্ধতি ব্যবহার করা প্রয়োজন, নয়ত নারীদের পক্ষে কীভাবে নিজেদের আর পরিবারের মানুষদের করোনাভাইরাস থেকে রক্ষা করবেন, সেই তথ্য জানা কঠিন হয়ে উঠবে।

বিবিসি মিডিয়া অ্যাকশন এবং ট্রান্সলেটর্স উইদাউট বর্ডার্স মিলিত ভাবে রোহিঙ্গা সংকটে ক্ষতিগ্রস্ত জনসাধারণের কাছ থেকে মতামত সংগ্রহ করা এবং সেগুলো সংকলিত করার কাজ করছে। এই সংক্ষিপ্ত প্রতিবেদনটির উদ্দেশ্য হল বিভিন্ন বিভাগগুলোকে রোহিঙ্গা এবং আশ্রয়দাতা (বাংলাদেশী) সম্প্রদায়ের থেকে পাওয়া বিভিন্ন মতামতের একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া, যাতে তারা জনগোষ্ঠীগুলোর চাহিদা এবং পছন্দ-অপছন্দের বিষয়টি বিবেচনা করে ত্রাণের কাজ আরও ভালোভাবে পরিকল্পনা এবং বাস্তবায়ন করতে পারে।

এই কাজটির জন্য অর্থ সরবরাহ করেছে ই.ইউ হিউম্যানিটেরিয়ান এইড এবং ইউকে ডিপার্টমেন্ট ফর ইন্টারন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট।

‘যা জানা জরুরি’ সম্পর্কে আপনার যেকোনো মন্তব্য, প্রশ্ন অথবা মতামত, info@cxbfeedback.org ঠিকানায় ইমেইল করে জানাতে পারেন।

এখানে প্রকাশিত বক্তব্যকে কোনোভাবেই ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের আনুষ্ঠানিক বক্তব্য হিসেবে, বা যুক্তরাজ্যের সরকারের সরকারি নীতি হিসেবে গণ্য করা উচিৎ নয়।